আল্লাহর শপথ-৪

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত "আল্লাহর শপথ" পর্ব-৪ আল্লাহ নিজের সত্তার শপথ করেছেন। তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন বস্তুর শপথ করেছেন।

এ সমস্ত শপথের পর যে মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো হচ্ছে ১) আল্লাহর একত্ববাদ ২)পবিত্র কোরআন আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী ৩)রসুল প্রেরণের সত্যতা ৪)বিচারের দিনের সংঘটন অবশ্যম্ভাবী ৫)মানুষের অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত তারিক

১)শপথ আকাশের ও রাতের আত্মপ্রকাশকারীর (উজ্জ্বল তারকার)। মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে মেরুদন্ড ও পাঁজরের মাঝখান থেকে নির্গত পানি থেকে। অবশ্যই তিনি পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম।

সুরা ৮৬ আত তারিক, আয়াতঃ ১-৮

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤

فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٦

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

১)শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা প্রকাশ পায়;

২)তুমি কি জান রাত্রিতে যা প্রকাশ পায় তা কি?

৩)ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র!

৪) নিশ্চয়ই প্রত্যেক জীবের উপরই এক সংরক্ষক রয়েছে।

৫)সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

৬) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবল বেগে নিঃসৃত পানি হতে,

৭) যা বের হয় পিঠ ও বুকের হাড়ের মধ্য হতে।

৮) নিশ্চয় তিনি তার পুনরাবর্তনে ক্ষমতাবান।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ফজর</u>

২)শপথ ফজর(ভোর) এর, শপথ দশ রাতে, শপথ জোড় বিজোড়ের, শপথ রাতের যখন তা বিদায় নেয়, এগুলোর মধ্যে অবশ্যই বিবেক-বুদ্ধিওয়ালা লোকদের জন্যে রয়েছে যথেষ্ট নিদর্শন।

সুরা ৮৯ আল ফজর, আয়াতঃ ১-৫

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾

১)শপথ ফজরের,

২)শপথ দশটি রাতের,

৩)শপথ জোড় ও বেজোড়ের,

৪) এবং শপথ রাতের, যখন তা বিদায় হতে থাকে,

৫)এর মধ্যে জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্যে বড় নিদর্শন রয়েছে,

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শামস</u>

৩)শপথ সূর্যের ও তার উজ্জলতার, চাঁদের যখন সে সূর্যকে অনুসরণ করে, দিনের যখন সে প্রকাশ করে উজ্জলতাকে, রাতের যখন সে ঢেকে দেয় সূর্যকে, আকাশের এবং আকাশের স্রষ্টার , পৃথিবীর এবং এর স্রষ্টার যিনি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন, মানবাত্মার এবং এর স্রষ্টার যিনি মানবকে যথাযথভাবে গঠন করেছেন তারপর ইলহাম করেছেন সীমালঙ্ঘন ও সীমার মধ্যে থাকার প্রবণতা।

সুরা ৯১ আশ শামস, আয়াতঃ ১-১০

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠

১)শপথ সূর্যের ও তার রৌদ্রের,

২)শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে।

৩) শপথ দিবসের, যখন তা’ (সূর্যকে) প্রকাশ করে,

৪)শপথ রজনীর যখন তা’ সূর্যকে ঢেকে দেয়,

৫)শপথ আকাশের , এবং তার, যিনি তা নির্মাণ করেছেন,

৬)শপথ পৃথিবীর এবং তাঁর যিনি তা’ বিস্তৃত করেছেন,

৭) শপথ (মানুষের) নফসের এবং তার, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন,

৮) অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।

৯)অবশ্যই সে সফলকাম হবে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে।

১০) এবং নিশ্চয়ই সে ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষিত করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল বালাদ

৪) আমি শপথ করছি এই (মক্কা) নগরীর, শপথ জনক এবং যা সে জন্ম দিয়েছে তার। মানুষ কি ধরে নিয়েছে তার উপর কেউ জয়ী হবে না।

সুরা ৯০ আল বালাদ, আয়াতঃ ১-৫

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ١ وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٢

وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ ٣ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ ٤

أَيَحۡسَبُ أَن لَّن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ أَحَدٞ ٥

১)শপথ করছি এই (মক্কা) নগরের,

২) আর তুমি এই নগরের হালালকারী।

৩)শপথ পিতার(আদম আঃ) আর যা সে জন্ম দিয়েছে তার।

৪) অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্টের মধ্যে।

৫)সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল লাইল</u>

৫) রাতের শপথ যখন সে ঢেকে যায়, দিনের শপথ যখন সে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। শপথ তাঁর , যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টাও (অনুরূপ বিপরীতধর্মী এবং) নানা রকমের।

সুরা ৯২ আল লাইল, আয়াতঃ ১-১০

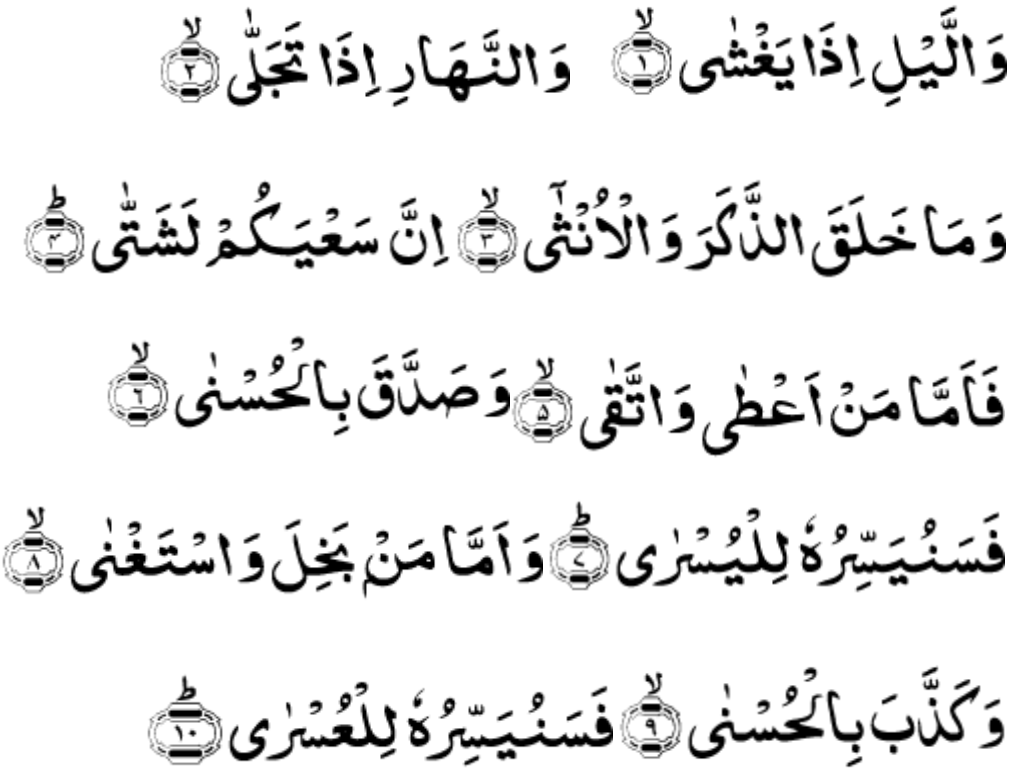

১)শপথ রজনীর, যখন তা' আচ্ছন্ন হয়ে যায়,

২)শপথ দিনের, যখন তা' আলোকিত হয়,

৩)এবং শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন-

৪) অবশ্যই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী।

৫)অনন্তর যে দান করে, ও মুত্তাকী হয়,

৬)যা উত্তম তাকে সত্য মনে করল,

৭)অচিরেই আমি তার জন্যে সুগম করে দেব সহজ পথ।

৮) পক্ষান্তরে কেউ কার্পণ্য করল ও বেপরোয়া হল।

৯) আর উত্তম জিনিসকে মিথ্যা মনে করলো,

১০) অচিরেই তার জন্যে আমি সুগম করে দেবো কঠোর পরিণামের পথ।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আদ দোহা(পূর্বাহ্ন)</u>

৬)শপথ আলোকময় দিনের (বা পূর্বাহ্নের), শপথ রাতের যখন সে অন্ধকারের ছায়া বিস্তার করে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। তোমার প্রভু তোমাকে ত্যাগ করেনি এবং (তোমার প্রতি) অসন্তুষ্টও হননি।

সুরা ৯৩ আদ দোহা, আয়াতঃ ১-১১

وَالضُّحٰى ۙ﴿۱﴾ وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿۲﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ﴿۳﴾

وَلَلۡاٰخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ الۡاُوۡلٰى ؕ﴿۴﴾

وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيۡكَ رَبُّكَ فَتَرۡضٰى ؕ﴿۵﴾ اَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيۡمًا فَاٰوٰى ۖ﴿۶﴾

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۖ﴿۷﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغۡنٰى ؕ﴿۸﴾

فَاَمَّا الۡيَتِيۡمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ؕ﴿۹﴾ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ؕ﴿۱۰﴾

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

১)শপথ পূর্বাহ্নের,

২)শপথ রজনীর যখন তা' আচ্ছন্ন করে ফেলে;

৩)তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি আসন্তষ্টও হননি।.

৪)আর অবশ্যই তোমার জন্যে আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম।

৫)অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তষ্ট হবে।

৬)তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দান করেন।

৭) তিনি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়েছেন, তারপর তিনি দেখিয়েছেন পথ।

৮) তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান তারপর তোমাকে ধনবান করেন।

৯)অতএব তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না,

১০) আর ভিক্ষুককে ধমক দিও না।

১১)তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে থাকো।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আত্ তীন</u>

৭) শপথ তীন ও যয়তুনের, শপথ সিনাই পর্বতের, শপথ এই নিরাপদ মক্কা নগরীর। নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠন প্রকৃতিতে।

সুরা ৯৫ আত্ তীন, আয়াতঃ ১-৮

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ﴿۳﴾

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۫﴿۴﴾

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ﴿۵﴾

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ؕ﴿۶﴾

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ؕ﴿۷﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۧ﴿۸﴾

১)শপথ 'তীন' ও 'যয়তুনে'র,

২)শপথ 'সিনাই' পর্বতের

৩) এবং শপথ এই নিরাপদ বা শান্তিময় (মক্কা) নগরীর,

৪) আমি অবশ্যই সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,

৫) অতঃপর আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি নীচতমদের নীচে।

৬) কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্যে আছে অবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।

৭) সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে(হে মানুষ) কর্মফল সম্বন্ধে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী?

৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আদিয়াত</u>

৮)শপথ (সেইসব ঘোড়ার) যারা দৌড়ায় উর্ধ্বশ্বাসে। নিশ্চয়ই (অবিশ্বাসী)মানুষ অকৃতজ্ঞ তার প্রভুর প্রতি।

সুরা ১০০ আল আদিয়াত, আয়াতঃ১-১১

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿١﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿٢﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿٣﴾

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿٥﴾

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿٦﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿٧﴾

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۭ﴿٨﴾

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ۙ﴿٩﴾

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ﴿١٠﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّخَبِيْرٌ ۧ﴿١١﴾

১)শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান ঘোড়া সমূহের,

২)যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ঝরায়,

৩) যারা আক্রমণ চালায় প্রভাতকালে,

৪)এবং ঐ সময়ে ধূলা উড়ায়;

৫)অতঃপর (শত্রু) দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে-

৬)মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ

৭)এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী;

৮) এবং অবশ্যই সে নিজে ধণ-সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন

৯) তবে কি সে ঐ সম্পর্কে অবহিত নয় যখন কবরে যা আছে তা বের করা হবে?

১০) এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?

১১)অবশ্য সেদিন তাদের কি ঘটবে, তাদের প্রতিপালক অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আসর</u>

৯)সময়ের শপথ।অবশ্যই মানুষ রয়েছে নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে।

সুরা ১০৩ আল আসর, আয়াতঃ ১-৩

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَ

تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

১)কালের শপথ,

২)মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

৩)কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় , ধৈর্যধারণে পরস্পরকে উদ্‌বুদ্ধ করে থাকে।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহতায়ালা পাঁচিশবার ও তাঁর সৃষ্টির বস্তুসমূহের প্রতি শপথ করে যেকথাটি বলেছেন সেটা হচ্ছে মানুষের অবস্থা। সুন্দর গঠনপ্রকৃতিতে মানুষকে সৃষ্টি করবেন, মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মাঝখান থেকে নির্গত পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে ভালো মন্দ বুঝার প্রবণতা ইলহাম করেছেন।

এতো নিদর্শন দেখার পরও মানুষ হয়ে যায় তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ। ন্যায় কাজ করার পরিবর্তে করে মন্দকাজ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন লোকদের জন্য রয়েছে যথেষ্ট নিদর্শন। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, তবুও কি মানুষের বিবেক জাগ্রত হবে না? মানুষ কি দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির মধ্যেই থাকবে?

আসুন আমরা আল্লাহ ও রাসুলের পথ ধরি। কোরআন ও হাদীস মোতাবেক নিজেদের জীবন গড়ি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

.....